দাজ্জাল চিনুন নিরাপদ থাকুন

মূল

ইমাম আব্দুল গণী মাকদিসি রহ.

অনুবাদ

মুফতি ইলিয়াস খান
মুহাদ্দিস, জামিআ কারীমিয়া দারুল উলুম,
ডেমরা, ঢাকা।

সম্পাদনা

মুফতি মাহদী খান

প্রকাশনায়
পথিক প্রকাশন
[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

দাজ্জাল চিনুন নিরাপদ থাকুন
ইমাম আব্দুল গণী মাকদিসি রহ.

প্রকাশক : মো. ইসমাইল হোসেন

গ্রন্থ স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়
পথিক প্রকাশন
১১ ইসলামি টাওয়ার, ৩য় তলা, দোকান নং- ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল: ০১৯৭৩-১৭৫৭১৭
www.facebook.com/pothikprokashon
Email: pothikshop@gmail.com

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০২১ ইং

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com
wafilife.com
pothikshop.com
islamicboighor.com
islamiboi.net
ruhamashop.com
raiyaanshop.com

মুদ্রিত মুল্য: ২২০/-

লেখকের জীবনী

নাম ও বংশ পরিচয়

আল ইমাম আল হাফিজ তাকিউদ্দিন আবু মুহাম্মাদ আব্দুল গণী ইবনু আব্দুল ওয়াহীদ ইবনু আলী ইবনু সূরুর ইবনু রাফি ইবনু হাসান ইবনু জাফর আল জুম্মাঈলী আল মাকদিসি আদ-দীমাশকী। জুম্মাঈল জনপদ বাইতুল মাকদিসের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে তাকে মাকদিসি বলা হয়।

জন্মস্থান ও তাঁর বেড়ে ওঠা

ইমাম আব্দুল গণী মাকদিসি রহ. ৫৪১ হিজরিতে নাবলুসের জুম্মাঈল জনপদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবার জুম্মাঈল থেকে প্রথমে দামেস্কে স্থানান্তরিত হন তারপর সেখান থেকে কাসিউন পর্বতের পাদদেশে বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীতে তাঁদের ইলম আমল, আখলাক চরিত্র এবং সততা ও নৈতিকতার কারণে এই আঞ্চল 'সালিহিয়্যাহ' নামে প্রসিদ্ধ হয়।

শিক্ষাদীক্ষা

শাইখ মুহাম্মদ ইবনু আহমদ ইবনু কুদামা আল মাকদিসি রহ.-এর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর দামেস্কের বিজ্ঞজনদের থেকে ইলমে হাদিস, ইলমে ফিকাহসহ বিভিন্ন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

ইলমী সফর

ইলম অর্জনের জন্য তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সফর করেছেন। দামেস্ক, ইসকান্দার, বাইতুল মাকদিস, মিসর, বাগদাদ, মাওসীল, হামযান, ইস্পাহান। এছাড়াও আরো বিভিন্ন স্থানে সফর করেছেন। বাগদাদ ও মিসরে দু' দু'বার সফর করেছেন।

তাঁর উস্তাদ

তিনি বিজ্ঞ বিজ্ঞ শাইখদের থেকে বিভিন্ন বিষয়ে ইলম অর্জন করেছেন। তাদের মধ্যে হলেন, মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ ইবনু কুদামা আল-মাকদিসি, আবুল

মাকারিম ইবনু হিলাল, আবু তাহির আস-সিলফি, সুলাইমান ইবনু আলি আর-রহাবী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু হামযা আল-কুরাশী। তারপর ৫৬১ হিজরিতে বাগদাদ সফর করেন এবং সেখানে শাইখ আব্দুল কাদির জিলানী রহ.-এর সান্নিধ্যে নিজেকে ধন্য করেন।

তাঁর শাগরিদ

ইমাম আব্দুল গণী মাকদিসি রহ.-এর অসংখ্য শাগরিদ ছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, হাফিয যিয়াউদ্দিন আল-মাকদিসি, হাফিয ইযযুদ্দিন মুহাম্মাদ, হাফিয আবু মুসা আব্দুল্লাহ, ফকিহ আবু সুলাইমান, আল-খতিব সুলাইমান ইবনু রহমাহ।

তাঁর মাজহাব

তিনি ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল রহ.-এর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

মনীষীদের দৃষ্টিতে ইমাম আব্দুল গণী

শাইখ মুয়াফ্ফিকুদ্দিন রহ. বলেছেন, হাফিয আব্দুল গণী ইলম ও আমল উভয়টাই পরিপূর্ণ অর্জন করেছেন। তিনি আমার শৈশবের সঙ্গী ছিলেন এবং ইলম অর্জনেরও সঙ্গী ছিলেন। দু'একটা বিষয় ছাড়া সর্ব বিষয়েই তিনি আমাদের অগ্রগামী ছিলেন। তিনি অনেক শত্রু ও বিদআতীদের মোকাবেলা করেছেন। এসবের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাকে ইলমের রিযিক দান করা হয়েছিলো। তবে তিনি দীর্ঘ হায়াত পাননি।'

তাজ আল-কিন্দি রহ. বলেছেন, ইমাম দারাকুতনি রহ.-এর পর হাফিয আব্দুল গণী রহ.-এর মত কেউ জন্ম নেননি।

হাফিয যিয়াউদ্দিন আল-মাকদিসি রহ. বলেছেন, আমাদের শাইখ রহ.-কে কোন হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি সেটা বলতেন, সেই হাদিসের শাস্ত্রীয় মানও উল্লেখ করতেন এবং হাদিসের রিজালদের সম্পর্কেও বিস্তারিত বর্ণনা করতেন। তিনি ছিলেন আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস।

ইসমাঈল ইবনু যুফর রহ. বলেছেন, এক ব্যক্তি ইমাম আব্দুল গণী রহ.-কে বললো, এক লোক শপথ করেছে, যদি আপনার এক লক্ষ হাদিস মুখস্থ না থাকে তাহলে তার স্ত্রী তালাক। তিনি বললেন, যদি সে এর চেয়েও বেশী বলতো তাহলেও সে সত্যবাদী-ই গণ্য হতো।

সময়ের মূল্যায়ণ

তাঁর সময়ের মূল্যায়ণ আমাদের জন্য অনুসরণীয়। হাফিয যিয়াউদ্দিন আল-মাকদিসি রহ. বলেন, তিনি সামান্য সময়ও অযথা কাটাতেন না। ফযরের নামাজের পর কুরআন ও হাদিসের দরস প্রদান করতেন। অতঃপর ওযু করে অনেক রাকাআত নামাজ পড়তেন। এরপর কিছু সময় ঘুমিয়ে যোহরের নামাজ আদায় করতেন। যোহরের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত হাদিস বর্ণনা অথবা লেখালেখি করতেন। রোযা রাখলে মাগরিবের পর খাবার খেতেন নতুবা ইশা পর্যন্ত নামাজ আদায় করতেন। তারপর অর্ধরাত বা তার কিছু পর পর্যন্ত ঘুমিয়ে জাগ্রত হতেন। মনে হতো কেউ যেন তাকে জাগিয়ে দেয়। জেগে উঠে ওযু করে ফজরের কিছু সময় পূর্ব পর্যন্ত নামাজ পড়তেন এরপর ফযর পর্যন্ত ঘুমাতেন। কখনো কখনো তিনি সাত আট বার ওযু করতেন আর বলতেন, 'অঙ্গগুলো তরতাজা না থাকলে নামাজে শান্তি পাই না।' তাঁর ভাই ইমাদুদ্দিন বলেছেন, 'আমার ভাইয়ের চেয়ে অধিক সময়ের মূল্যায়ণকারী আমি কাউকে দেখিনি।'

তাঁর রচনাবলি

আব্দুল্লাহ আল-বাসীরি (যিনি মাকদিসি রহ.-এর কিতাবগুলোর একজন মুহাক্কিক) তিনি আব্দুল গণী রহ. এর ৫৬ টি লিখিত কিতাবের কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হলো—আল-মিসবাহ ফি উয়ুনি আহাদিসিস সীহাহ, মিহনাতুল ইমাম আহমদ, ফাযাইলু মক্কা, ইতিকাদুল ইমাম আশ-শাফী, মানাকিবুস সাহাবা।

মৃত্যু

ইমাম আব্দুল গণী আল-মাকদিসি রহ. ৬০০ হিজরি সনে রবিউল আওয়াল মাসে রোজ সোমবার ইন্তিকাল করেন। মিসরের 'আল-কুরাফা' কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

অনুবাদকের কথা

একদিন পৃথিবী ধ্বংস হবে। আসমান বিদীর্ণ হবে। চন্দ্র সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে। নক্ষত্ররাজি খসে খসে পড়তে থাকবে। পর্বতসমূহ তুলোর ন্যায় উড়তে থাকবে। সাগরসমূহ উত্তাল হয়ে যাবে। যমিন প্রকম্পিত হবে। মানুষ ভয়ে দিশেহারা হয়ে যাবে। সেদিনই কিয়ামত হবে। আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা কিয়ামত কবে হবে। তবে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে ছোট বড় অনেক আলামত প্রকাশ পাবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেসব আলামত সম্পর্কে হাদিস শরিফে বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "বড় দশটি আলামত প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না।" সেগুলোর মধ্যে একটি হলো দাজ্জাল। দাজ্জাল নামটা যেমন অপ্রীতিকর তেমন তার আকৃতিও মারাত্মক ভয়ঙ্কর। সে বিশাল দেহের অধিকারী হবে। বড় কপাল বিশিষ্ট হবে এবং তাতে কাফির লেখা থাকবে। ভাঁজ বিশিষ্ট প্রশস্ত বক্ষের অধিকারী হবে। তার গায়ের রং লাল হবে। সে কানা হবে, অন্য চোখ আঙ্গুরের ন্যায় ফোলা হবে। বৃক্ষের শাখার ন্যায় কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট হবে। তার তেলেসমতিও হবে ধাঁধা লাগানো। তার সাথে পানির ঝর্ণা, আগুন ও রুটির পর্বতসমূহ থাকবে। সে বিরাণভূমি দিয়ে অতিক্রমকালে বলবে, 'তোমার ভেতরে যা কিছু আছে বের করে দাও।' ভূমি তার গর্ভস্থিত সবকিছু বের করে দিবে। তার নির্দেশে পশুগুলো মোটাতাজা হয়ে যাবে এবং ওলানগুলো দুধে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। সে অন্ধ ও কুষ্টরোগীকে আরোগ্য দিবে এবং মৃতকে জীবিত করবে। সে বলবে, 'আমি তোমাদের রব।' সে খোরাসান থেকে আত্মপ্রকাশ করবে। যমিনের বুকে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে এবং বিভিন্ন ধরণের বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আদম আলাইহিস সালাম- এর জন্ম থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালের ফিতনার চেয়ে মারাত্মক কোন ফিতনা সংঘটিত হবে না।" ইমাম আব্দুল গণী মাকদিসি রাহিমাহুল্লাহ 'আখবারুদ দাজ্জাল' কিতাবটিতে দাজ্জাল সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসগুলো সুন্দর ও সুবিন্যস্তভাবে সংকলন করেছেন। সেটারই অনূদিত রূপ 'দাজ্জাল চিনুন নিরাপদ থাকুন'। আশা করি বইটি পড়লে দাজ্জাল সম্পর্কে সঠিক ও স্বচ্ছ ধারণা লাভ হবে।

প্রিয় পাঠক! এখন আপনার পালা। বইটি নির্ভুল ও সমাদৃত করে প্রকাশের জন্য আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছি, তারপরও যদি প্রিয় পাঠকের নজরে কোন ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবগত করবেন, আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিবো ইন শা আল্লাহ। এই কাজে যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন আমি তাদের শোকর আদায় করছি। আমাকে প্রতিটা কাজে যিনি সহযোগিতা করেন প্রিয় আম্মার মাহমুদ ভাই, আল্লাহ তাকে উত্তম জাযা দান করুন!

বিশেষ কৃজ্ঞতা প্রকাশ করছি পথিক পরিবারের, যাদের নিরলস চেষ্টা ও মেহনতের ফলে বইটি আলোর মুখ দেখতে পেয়েছে। আল্লাহ তাদের প্রতিষ্ঠান কবুল করুন এবং তাদের কাজে বরকত দান করুন, আমিন।

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيد المرسلين.

ইলিয়াস খান
মুহাদ্দিস, জামিআ কারীমিয়া দারুল উলুম
ডেমরা, ঢাকা।
৫-২-২০২১ ইং

দাজ্জাল সম্পর্কে কিছু সহিহ হাদিস

[১] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ:" لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوَهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ، فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا، فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ، قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا - قَالَ ثَوْرٌ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ - الَّذِي فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّانِيَةَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْآخَرُ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيُفَرَّجُ لَهُمْ، فَيَدْخُلُوهَا فَيَغْنَمُوا، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ، إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ، فَقَالَ: إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ، فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ.

তোমরা কি এমন শহর সম্পর্কে শুনেছো যার একদিকে স্থলভাগ আর অন্যদিকে জলভাগ? তারা বললো, হ্যাঁ, শুনেছি। তিনি বললেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর সন্তানদের সত্তর হাজার লোক তাদের সাথে যুদ্ধ না করবে। তারা এই শহরে এসে পৌঁছবে এবং তারা কোন অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করবে না; বরং তারা লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার বলতেই এর এক প্রান্ত ধসে যাবে। অতঃপর তারা দ্বিতীয়বার লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার বলবে, এতে শহরের অপর প্রান্ত ধসে যাবে। এরপর তৃতীয়বার লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার বলার সাথে সাথে তাদের জন্য শহরের দ্বার খুলে দেওয়া হবে আর তারা তাতে প্রবেশ করবে। যখন তারা গনিমতের সম্পদ ভাগাভাগীতে ব্যস্ত হবে, তখন কেউ উচ্চঃস্বরে

বলবে, দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটেছে। এ কথা শুনেই তারা ধন-সম্পদ ফেলে রেখে ফিরে যাবে।[১]

[২] ক. ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকজনের সামনে মাসিহ দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করে বললেন,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ، إِلَّا أَنَّ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِئَةٌ.

নিশ্চয় আল্লাহ কানা নন। আর দাজ্জালের ডান চোখ কানা হবে। যেন সেটা ফুলা আঙ্গুর।[২]

খ. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَوَّلُ مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْعَرَبِ يُدْخُلُهُ الدَّجَّالُ الْبَصْرَة.

আরব শহরগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম দাজ্জাল বসরাতে প্রবেশ করবে।

[৩] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ الكَذَّابَ، أَلاَ إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ.

প্রেরিত প্রত্যেক নবিই তার উম্মতকে কানা মিথ্যুক দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। জেনে রেখো! সে কানা এবং তার দুই চোখের মাঝখানে (কপালে) كَافِر (কাফির) লেখা থাকবে।[৩]

[৪] হুযাইফা ইবনু আসিদ আল-গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলছিলাম, এমন সময় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আসলেন এবং বললেন,

---

[১] হাদিস: সহিহ। আস-সহিহ, মুসলিম: ৪/২৯২০; আল-মুসতাদরাক, হাকিম: ৪/ ৪৭৬।

[২] হাদিস: সহিহ। আস-সহিহ, বুখারি: ৩৪৩৯; আস-সহিহ, মুসলিম: ১/২৭৪।

[৩] হাদিস: সহিহ। আস-সহিহ, বুখারি: ৭১৩১; আস-সহিহ, মুসলিম: ৪/২৯৩৩।

مَا تَذَاكَرُونَ؟ قَالُوا: نَذْكُرُ السَّاعَةَ، قَالَ: إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ - فَذَكَرَ - الدُّخَانَ، وَالدَّجَّالَ، وَالدَّابَّةَ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ: خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ، تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ.

তোমরা কি বিষয়ে আলাপ করছো? সাহাবীগণ বললেন, আমরা কিয়ামত সম্পর্কে কথা-বার্তা বলছি। তিনি বললেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না তোমরা বড় দশটি আলামত দেখবে। অতঃপর তিনি সেগুলোর কথা বললেন—ধোঁয়া, দাজ্জাল, দাব্বাতুল আরজ (অদ্ভুদ জন্তু), পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয়, ঈসা ইবনু মারয়াম আলাইহিস সালাম-এর অবতরণ, ইয়াজুজ মাজুজ এবং তিনটি ভূমিধস, পূর্ব দিগন্তে ভূমিধস, পশ্চিম দিগন্তে ভূমিধস এবং আরব উপদ্বীপে ভূমিধস। এগুলোর শেষে আগুন প্রকাশিত হবে যা মানুষদেরকে ইয়ামান থেকে তাদের সমাবেশস্থলে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।[৪]

[৫] মুগিরা ইবনু শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দাজ্জাল সম্পর্কে যতটা প্রশ্ন করেছি অন্য কেউ ততটা করেনি। তিনি আমাকে বললেন,

مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ، قُلْتُ: لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ، وَنَهْرَ مَاءٍ، قَالَ: هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ.

তাতে তোমার ক্ষতি কি? আমি বললাম, লোকজন বলে, তার সঙ্গে রুটির পাহাড় এবং পানির নহর থাকবে। তিনি বললেন, বরং এটা আল্লাহর কাছে তার চেয়েও অনেক সহজ।[৫]

[৪] হাদিস: সহিহ। আস-সহিহ, মুসলিম: ৪/২২২৬।

[৫] হাদিস: সহিহ। আস-সহিহ, বুখারি: ৭১২২; আস-সহিহ, মুসলিম: ৪/২২৫৭।

[৬] আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَجِيءُ الدَّجَّالُ، حَتَّى يَنْزِلَ فِي نَاحِيَةِ المَدِينَةِ، ثُمَّ تَرْجُفُ المَدِينَةُ ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ.

দাজ্জাল আসতে আসতে মদিনার এক প্রান্তে এসে পৌঁছবে। এ সময় মদিনা তিনবার কেঁপে উঠবে। তখন সব কাফির ও মুনাফিক দাজ্জালের দিকে বের হয়ে যাবে।[৬]

[৭] হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে বলেছেন,

إِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا، فَنَارُهُ مَاءٌ بَارِدٌ، وَمَاؤُهُ نَارٌ.

তার সঙ্গে আগুন ও পানি থাকবে, আসলে তার আগুনই হলো ঠাণ্ডা পানি আর তার পানি হলো আগুন।

ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমিও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদিসটি শুনেছি।[৭]

[৮] আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট দাজ্জাল সম্পর্কে দীর্ঘ হাদিস বর্ণনা করলেন। তিনি দাজ্জাল সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন তাতে এও ছিলো যে,

يَأْتِي، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ، فَيَنْتَهِي إِلَى بَعْضِ السِّبَاخِ الَّتِي تَلِي الْمَدِينَةَ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ - أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ - فَيَقُولُ لَهُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَهُ، فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا، ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ، أَتَشُكُّونَ فِي الْأَمْرِ؟ فَيَقُولُونَ: لَا، قَالَ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ، فَيَقُولُ حِينَ يُحْيِيهِ: وَاللهِ مَا كُنْتُ فِيكَ قَطُّ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّي الْآنَ - قَالَ: فَيُرِيدُ

[৬] হাদিস: সহিহ। আস-সহিহ, বুখারি: ৭১২৪।

[৭] হাদিস: সহিহ। আস-সহিহ, বুখারি: ৭১৩০; আস-সহিহ, মুসলিম: ২৯৩৪; আস-সুনান, আবু দাউদ: ৪৩১৫।

الدَّجَّالُ - أَنْ يَقْتُلَهُ فَلَا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ يَأْتِي وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ، فَيَنْتَهِي إِلَى بَعْضِ السِّبَاخِ الَّتِي تَلِي الْمَدِينَةَ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ - أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ - فَيَقُولُ لَهُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَهُ، فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا، ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ، أَتَشُكُّونَ فِي الْأَمْرِ؟ فَيَقُولُونَ: لَا، قَالَ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ، فَيَقُولُ حِينَ يُحْيِيهِ: وَاللهِ مَا كُنْتُ فِيكَ قَطُّ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّي الْآنَ - قَالَ: فَيُرِيدُ الدَّجَّالُ - أَنْ يَقْتُلَهُ فَلَا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ.

দাজ্জাল আসবে, তবে মদিনার প্রবেশপথে প্রবেশ করা তার জন্য নিষিদ্ধ থাকবে। সে মদিনার নিকটবর্তী এক জলাভূমিতে অবস্থান নিবে। সে সময় মদিনা থেকে এক ব্যক্তি তার নিকট যাবে, যে ব্যক্তি সে সময়ের শ্রেষ্ঠ মানব হবে অথবা বলেছেন, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের একজন হবে। সে তাকে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুই সেই দাজ্জাল, যার কথা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। দাজ্জাল বলবে, তোমরা দেখ, যদি আমি এই লোকটিকে হত্যা করার পর পুনরায় জীবিত করি, তাহলে কি তোমাদের মনে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকবে? লোকেরা বললো, না। অতঃপর সে তাকে হত্যা করবে এবং পুনরায় জীবিত করবে। জীবিত হওয়ার পর লোকটি বলবে, আল্লাহর কসম! ইতোপূর্বে তোর সম্পর্কে আমার এতটা বিশ্বাস ছিলো না (যে, তুই-ই দাজ্জাল)। দাজ্জাল আবারো তাকে হত্যা করতে চাইবে কিন্তু আর হত্যা করতে পারবে না।[৮]

[৮] হাদিস: সহিহ। আস-সহিহ, বুখারি: ৭১৩২; আস-সহিহ, মুসলিম: ৪/২২৫৬।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

লা হাওলা ওয়া-লা কুওওতা ইল্লা বিল্লাহ

হে আল্লাহ! আমাদের জন্য বিষয়টি সহজ করুন!

[১] আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে একটি দলের সাথে ইবনু সাইয়্যাদ-এর দিকে গেলেন। তারা তাকে বনু মাগালার একটি দূর্গের নিকট বালকদের সাথে খেলাধুলা করা অবস্থায় পেলেন। তখন ইবনু সাইয়্যাদ বালেগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সে পৌঁছেছে। সে টের পাওয়ার আগেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত দিয়ে তার পিঠে আঘাত করলেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন,

أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الأُمِّيِّينَ، فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ فَرَفَضَهُ وَقَالَ: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ فَقَالَ لَهُ: مَاذَا تَرَى؟ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُلِّطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُّ، فَقَالَ: اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ.

তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসুল? ইবনু সাইয়্যাদ তার দিকে তাকিয়ে বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি উম্মীদের রাসুল। অতঃপর সে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললো, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রাসুল? তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, আমি আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসুলগণের প্রতি ঈমান এনেছি। তারপর

তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি দেখ? ইবনু সাইয়্যাদ বললো, আমার নিকট সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী এসে থাকে। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ব্যাপারটা তোমার নিকট ঘোলাটে করে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, আমি তোমার জন্য একটি বিষয় গোপন রেখেছি, বলতো সেটা কি? ইবনু সাইয়্যাদ বললো, সেটা হলো আদ-দুখ্‌খ। তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি ধ্বংস হও! কখনো তুমি তোমার সীমা অতিক্রম করতে পারবে না। তখন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, তার গর্দান উড়িয়ে দেই। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি সে মাসিহ দাজ্জাল হয়ে থাকে, তাহলে তুমি তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে না আর যদি সে দাজ্জাল না হয়ে থাকে, তাহলে তাকে হত্যা করায় তোমার কোন কল্যাণ নেই।

সালিম রাহিমাহুল্লাহু বলেন, আমি ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও উবাই ইবনু কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই বাগানের দিকে চললেন যেখানে ইবনু সাইয়্যাদ থাকতো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট যাওয়ার সময় সতর্কতার সাথে খেজুর গাছের আড়ালে চলতে লাগলেন। তিনি চাচ্ছিলেন, ইবনু সাইয়্যাদ তাকে দেখার আগেই তার কোন কথা শুনে নিবেন। ইবনু সাইয়্যাদ তখন চাদর মুড়ি দিয়ে তার বিছানায় শুয়েছিলো আর ভেতরে গুনগুন আওয়াজ হচ্ছিলো। ইবনু সাইয়্যাদের মা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে খেজুর গাছের আড়ালে সতর্কতার সাথে আসতে দেখে ইবনু সাইয়্যাদকে বললো, হে সফ! (ইবনু সাইয়্যাদের নামে সংক্ষিপ্ত রূপ। পুরো নামি সাফি) মুহাম্মাদ আসছে। এ কথা শুনে ইবনু সাইয়্যাদ চুপ হয়ে গেলো। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ

তার মা যদি তাকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে রাখতো, তাহলে তার বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যেতো।

সালিম রাহিমাহুল্লাহু বলেন, ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের সামনে দাঁড়ালেন।

অতঃপর আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করলেন। তারপর দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করে বললেন,

إِنِّي لَأُنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ، إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ.

আমি তোমাদেরকে দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক করছি। প্রত্যেক নবিই তার উম্মতকে তার ব্যাপারে সতর্ক করেছে। তবে আমি দাজ্জাল সম্পর্কে এমন একটি কথা বলছি, যা পূর্ববর্তী নবিগণ তার উম্মতকে বলেননি। জেনে রেখো! নিশ্চয় দাজ্জাল কানা আর আল্লাহ তাআলা কানা নন।[৯]

[২] ক. হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَخْرُجُ الدَّجَّالُ مِنْ غَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا

দাজ্জাল কোনো কারণে ক্রোধান্বিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে।[১০]

খ. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আরব শহরগুলোর মধ্যে দাজ্জাল সর্বপ্রথম বসরায় প্রবেশ করবে।[১১]

[৩] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوَهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ، فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا، فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ،

[৯] সনদ: সহিহ। আস-সহিহ, বুখারি: ১৩৫৪; আস-সহিহ, মুসলিম: ৪/৯৫, ৯৬; আস-সুনান, আবু দাউদ: ৪/৪৩২৯; আস-সুনান, তিরমিযি: ৪/২২৪৯; আল-মুসান্নাফ, আব্দুর রাজ্জাক: ১১/৩৮৯; শরহুস সুন্নাহ, বাগাবী: ১৫/৬৯।

[১০] সনদ: সহিহ। আস-সহিহ, মুসলিম: ৪/২৯৩২; আল-মুসনাদ, আহমদ ইবনু হাম্বল: ৬/২৮৪; আল-মুসান্নাফ, আব্দুর রাজ্জাক: ৮/৩৯৬; শরহুস সুন্নাহ, বাগাবী: ১৫/৭৪।

[১১] সনদ: যয়িফ।

قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا - قَالَ ثَوْرٌ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ - الَّذِي فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّانِيَةَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْآخَرُ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيُفَرَّجُ لَهُمْ، فَيَدْخُلُوهَا فَيَغْنَمُوا، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ، إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ، فَقَالَ: إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ، فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ.

তোমরা কি এমন শহর সম্পর্কে শুনেছো যার একদিকে স্থলভাগ আর অন্যদিকে জলভাগ? তারা বললো, হ্যাঁ, শুনেছি। তিনি বললেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর সন্তানদের সত্তর হাজার লোক তাদের সাথে যুদ্ধ না করবে। তারা এই শহরে এসে পৌঁছবে এবং তারা কোন অস্ত্র দ্বরা যুদ্ধ করবে না বরং তারা লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার বলতেই এর এক প্রান্ত ধসে যাবে। অতঃপর তারা দ্বিতীয়বার লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার বলবে, এতে শহরের অপর প্রান্ত ধসে যাবে। এরপর তৃতীয়বার লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার বলার সাথে সাথে তাদের জন্য শহরের দ্বার খুলে দেওয়া হবে আর তারা তাতে প্রবেশ করবে। যখন তারা গনিমতের সম্পদ ভাগাভাগীতে ব্যস্ত থাকবে তখন কেউ উচ্চৈঃস্বরে বলবে, দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটেছে। এ কথা শুনেই তারা ধন-সম্পদ ফেলে রেখে ফিরে যাবে।[১২]

[৪] কাতাদাহ রাহিমাহুল্লাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু তুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি হুযাইফা ইবনু আসিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট দিয়ে অতিক্রমের সময় তাকে বললাম, আপনি বসে আছেন অথচ দাজ্জালের অবির্ভাব ঘটেছে? তিনি আমাকে বললেন, বসো। তারপর হাদিস বর্ণনা করে বললেন,

[১২] সনদ: সহিহ। আস-সহিহ, মুসলিম: ৪/২৯২০; আল-মুসতাদরাক, হাকিম: ৪/৪৭৬।

فِيْهِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَرَبُّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَر وَلَا يُسْخَرُ لَهُ مِنَ الدَّوَابِّ إِلَّا حِمَارٌ رِجْسٌ عَلَى رِجْسٍ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَأُه كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ أَوْ غَيْرُ كَاتِبٍ.

তার মধ্যে তিনটি আলামত থাকবে—সে কানা হবে আর তোমাদের রব কানা নন। চতুস্পদ জন্তুর মধ্যে শুধু গাধাই তার বশ মানবে। খবিসের উপর খবিস! তার কপালে কাফির লেখা থাকবে। প্রত্যেক খাঁটি মুমিনই তা পড়তে পারবে।[১৩]

[৫] উবাদা ইবনু সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنِّي قَدْ حَدَّثْتُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ لَا تَعْقِلُوا. جَعْدٌ أَعْوَرُ، فَاعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَأَنَّكُمْ لَنْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا.

আমি তোমাদের নিকট দাজ্জাল সম্পর্কে বর্ণনা করেছি। আমি ধারণা করছি, তোমরা বুঝেছো কিনা? শোন! দাজ্জাল হবে কুঞ্চিত কেশধারী ও কানা। জেনে রেখো! তোমাদের রব কানা নন। আর তোমরা মৃত্যুর পূর্বে তোমাদের রবকে কখনোই দেখতে পারবে না।[১৪]

[৬] মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুনাদাহ ইবনু উমাইয়্যাহ 'বাহর'-এ ছয় বছর আমাদের আমির ছিলেন। একদিন তিনি খুৎবা দিয়ে বললেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একজন সাহাবির নিকট গেলাম এবং বললাম, আপনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যেসব হাদিস শুনেছেন তা থেকে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন,

[১৩] সনদ: সহিহ। আল-মুসতাদরাক, হাকিম: ৪/৫৩০; আল-মুসান্নাফ, আব্দুর রাজ্জাক: ১১/৩৯৪; আল-মুসান্নাফ, ইবনু আবি শাইবা: ১৫/১৬১।

[১৪] সনদ: সহিহ। আল-মুসনাদ, আহমদ ইবনু হাম্বল: ৫/৩২৪; আস-সুনান, আবু দাউদ: ৪/৪৩২০; মুসনাদুল বাযযার: ৪/৩৩৮৯।

أُنْذِرُكُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، وَهُوَ رَجُلٌ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ.

আমি তোমাদেরকে মাসিহ দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করছি। সে হবে চেহারা বিকৃত কানা। জেনে রেখো! আল্লাহ তাআলা কানা নন।[১৫]

[৭] আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি,

بَيْنَ يَدَيِ الدَّجَّالِ نَيِّفٌ وَسَبْعُوْنَ دَجَّالًا.

দাজ্জালের পূর্বে সত্তরের অধিক (ছোট) দাজ্জালের প্রকাশ ঘটবে।[১৬]

[৮] মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির রাহিমাহুল্লাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে কসম খেয়ে বলতে শুনেছি যে,

أَنَّ ابْنَ صَائِدٍ الدَّجَّالُ، فَقُلْتُ: أَتَحْلِفُ بِاللهِ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ইবনু সাইয়্যাদ-ই দাজ্জাল। আমি বললাম, আপনি আল্লাহর নামে কসম করে বলছেন? তিনি উত্তরে বললেন, আমি উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট কসম করে এ কথা বলতে শুনেছি। তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়টি অস্বীকার করেননি।[১৭]

আমি বলি (মুসান্নিফ): কোন বিষয়ে প্রবল ধারণা হলে শপথ করা যায়। যেমনটা উল্লিখিত হাদিস থেকে বুঝে আসে।

আর নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে নিষেধ করেছেন ইবনু সাইয়্যাদকে হত্যা করতে।

---

[১৫] সনদ: সহিহ। আল-মুসনাদ, আহমদ ইবনু হাম্বল: ৫/৪৩৪।

[১৬] সনদ: যয়িফ। ইবনু আবি শাইবা: ১৫/ ১৪৬; কানযুল উম্মাল: ১৪/৩৮৩৭৯।

[১৭] সনদ: সহিহ। আস-সহিহ, বুখারি: ৭৩৫৫; আস-সহিহ, মুসলিম: ৪/২৯২৯; বাগাবী: ১৫/৭৬।

[৯] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ

আর যদি সে দাজ্জাল না হয়ে থাকে তাহলে তাকে হত্যা করার মধ্যে তোমার কোন কল্যাণ নেই।[১৮]

বর্ণনা থেকে বুঝে আসে ইবনু সাইয়্যাদের বিষয়টি নিশ্চিত ছিলো না।

[১০] ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের সামনে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করে বললেন,

إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلَا إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلَا إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ أَرَانِي اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا تَرَى مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ، تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ، رَجِلُ الشَّعْرِ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ، وَهُوَ بَيْنَهُمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلًا جَعْدًا قَطَطًا، أَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ بِابْنِ قَطَنٍ، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ.

আল্লাহ তাআলা কানা নন। আর দাজ্জালের ডান চোখ কানা হবে, যেন সেটা ফুলা আঙ্গুর। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এক রাতে স্বপ্নে আমি আমাকে কাবা ঘরের নিকটে দেখলাম। তখন আমি একজন সুদর্শন পুরুষ দেখতে পেলাম। তাঁর চুল কাঁধ পর্যন্ত লম্বা ছিলো। সেগুলো আঁচরে রাখা হয়েছে। আর তা থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝড়ছে। তিনি দু'জন লোকের কাঁধের উপর ভর

[১৮] সনদ: সহিহ। তাখরিজের জন্য এক নম্বর হাদিসের টীকা দ্রষ্টব্য।

করে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? তারা বললেন, মাসিহ ইবনু মারইয়াম। তার পেছনে কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট কানা আরেকজন লোক দেখলাম। সে দেখতে অনেকটা ইবনু কাতান-এর ন্যায়। আমি বললাম, এ কে? তারা বললো, মাসিহ দাজ্জাল।[১৯]

নাফে রাহিমাহুল্লাহু বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, আমি নিশ্চিত যে, ইবনু সাইয়্যাদ-ই মাসিহ দাজ্জাল।

[১১] আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেননি যে, ঈসা আলাইহিস সালাম লাল বর্ণের ছিলেন, বরং বলেছেন,

بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أَطُوفُ بِالكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ، سَبْطُ الشَّعَرِ، يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً، أَوْ يُهْرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: ابْنُ مَرْيَمَ، فَذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ، فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ، جَعْدُ الرَّأْسِ، أَعْوَرُ عَيْنِهِ اليُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا الدَّجَّالُ، وَأَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ، شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ.

আমি স্বপ্ন দেখলাম যে, আমি কাবা ঘর তাওয়াফ করছি। হঠাৎ সোজা কেশধারী একজন লোককে দেখতে পেলাম, যিনি দু'জনের উপর ভর করে চলছেন। আর তার মাথা বেয়ে পানি ঝড়ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? তারা বললেন, ইবনু মারইয়াম। তারপর আমি এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম, হঠাৎ এক লোক নজরে পড়লো, তার গায়ের রং লাল, শরীর খুব মোটা, চুলগুলো কোঁকড়ানো এবং তার ডান চোখ কানা, যেন সেটা ফোলা (ঝুলে পড়া) আঙ্গুর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কে? তারা বললো, দাজ্জাল। খুযাআ গোত্রের ইবনু কাতান-এর সাথে তার বেশ সাদৃশ্য রয়েছে।

[১৯] সনদ: সহিহ। আস-সহিহ, বুখারি: ৫৯০২; আস-সহিহ, মুসলিম: ১/২৭৪; মুসনাদু আবি আওয়ানা: ১/১৪৮; বাগাবী: ১৫/৫০।

ইমাম যুহরি রাহিমাহুল্লাহু বলেন, ইবনু কাতান খুযাআ গোত্রের এক লোক, যে জাহিলী যুগেই মারা গেছে।[২০]

[১২] সালিম রাহিমাহুল্লাহু বলেন, আমি ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি,

انْطَلَقَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حُدِّثَ فِيْ نَخْلٍ فَلَمَّا دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَتَّقِيْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ وَابْنُ صَيَّادٍ فِيْ قَطِيْفَةٍ لَهُ فِيْهَا زَهْزَهَةٌ فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا صَافُ هَذَا مُحَمَّدٌ فَوَثَبَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ.

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও উবাই ইবনু কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই বাগানের দিকে চললেন, যেখানে ইবনু সাইয়্যাদ থাকতো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট যাওয়ার সময় সতর্কতার সাথে খেজুর গাছের আড়ালে চলতে লাগলেন। তিনি চাচ্ছিলেন, ইবনু সাইয়্যাদ তাকে দেখার আগেই তার কোন কথা শুনে নিবেন। ইবনু সাইয়্যাদ তখন চাদর মুড়ি দিয়ে তার বিছানায় শুয়েছিলো আর ভেতরে গুনগুন আওয়াজ হচ্ছিলো। ইবনু সাইয়্যাদের মা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে খেজুর গাছের আড়ালে সতর্কতার সাথে আসতে দেখে ইবনু সাইয়্যাদকে বললো, হে সফ! (ইবনু সাইয়্যাদের নাম) মুহাম্মাদ আসছে। এ কথা শুনে ইবনু সাইয়্যাদ উঠে গেলো। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তার মা যদি তাকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে রাখতো তাহলে তার বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যেতো।[২১]

[২০] সনদ: সহিহ। আস-সহিহ, বুখারি: ৩৪৪১; আস-সহিহ, মুসলিম: ১/২৭৭; আস-সুনান, আবু দাউদ: ৪/৪৩৩০।

[২১] সনদ: সহিহ। আস-সহিহ, বুখারি: ১৩৫৪; আস-সহিহ, মুসলিম: ৫/২৯৩১; আল-মুসনাদ, আহমদ ইবনু হাম্বল: ২/১৪৮, ১৪৯; বাগাবী: ১৫/৭০।

[১৩] আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

خَرَجْنَا حُجَّاجًا أَوْ عُمَّارًا وَمَعَنَا ابْنُ صَائِدٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَبَقِيْتُ أَنَا وَهُوَ فَاسْتَوْحَشْتُ مِنْهُ وَحْشَةً شَدِيْدَةً مِمَّا يُقَالُ عَلَيْهِ قَالَ وَجَاءَ بِمَتَاعِهِ فَوَضَعَهُ مَعَ مَتَاعِيْ فَقُلْتُ إِنَّ الْحَرَّ شَدِيْدٌ فَلَوْ وَضَعْتَهُ تَحْتَ تِلْكَ الشَّجَرَةِ فَفَعَلَ قَالَ فَرُفِعَتْ لَنَا غَنَمٌ فَانْطَلَقَ فَجَاءَ بِعُسٍّ فَقَالَ اشْرَبْ أَبَا سَعِيْدٍ فَقُلْتُ إِنَّ الْحَرَّ شَدِيْدٌ وَاللَّبَنُ حَارٌّ مَا بِيْ إِلَّا أَنِّيْ أَكْرَهُ أَنْ أَشْرَبَ مِنْ يَدِهِ أَوْ قَالَ آخُذُ عِنْ يَدِهِ فَقَالَ أَبَا سَعِيْدٍ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آخُذَ حَبْلًا فَأُعَلِّقُهُ بِشَجَرَةٍ ثُمَّ أَخْتَنِقُ مِمَّا يَقُوْلُ لِيَ النَّاسُ يَا أَبَا سَعِيْدٍ مَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ حَدِيْثُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَسْتَ مِنْ أَعْلَمَ النَّاسِ بِحَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ وَهُوَ كَافِرٌ وَأَنَا مُسْلِمٍ أَوْ لَيْسَ قَدْ قَالَ هُوَ عَقِيْمٌ لَا يُوْلَدُ لَهُ وَقَدْ تَرَكْتُ وَلَدِيْ بِالْمَدِيْنَةِ أَوْ لَيْسَ قَدْ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ وَلَا مَكَّةَ وَقَدْ أَقْبَلْتُ مِنَ الْمَدِيْنَةَ وَأَنَا أُرِيْدُ مَكَّةَ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ حَتَّى كِدْتُ أَنْ أَعْذِرَهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا وَاللهِ إِنِّيْ لَأَعْرِفُهُ وَأَعْرِفُ مَوْلِدَهُ وَأَيْنَ هُوَ الْآنَ فَقُلْتُ لَهُ تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ.

একবার আমরা হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমাদের সাথে ইবনু সাইয়্যাদও ছিলো। তারপর আমরা এক জায়গায় এসে অবতরণ করলাম। লোকজন এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়লো। আমি আর সে (এক স্থানে) থেকে গেলাম। ইবনু সাইয়্যাদের বিষয়ে যা কিছু বলাবলি হয় সে কারণে আমি তার ব্যাপারে অত্যন্ত ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলাম। তিনি বলেন, ইবনু সাইয়্যাদ তার সামান-পত্র এনে আমার সামান-পত্রের সাথে রাখলো। আমি বললাম, প্রচন্ড গরম তাই যদি তোমার দ্রব্য-সামগ্রী ঐ গাছের নিচে রাখতে তাহলে ভালো হত। সে তা-ই করলো। তারপর আমাদের জন্য কিছু বকরি আনা হলো। আর ইবনু সাইয়্যাদ সেখানে গেলো এবং এক পাত্র দুধ নিয়ে এলো। অতঃপর সে আমাকে বললো, হে আবু সাঈদ! পান করো। আমি বললাম, গরমের

তীব্রতা বেশী আবার দুধও গরম। আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তার হাত থেকে দুধ পান করা বা তার হাত থেকে দুধ গ্রহণ করা আমি অপছন্দ করছিলাম। এ অবস্থা দেখে ইবনু সাইয়্যাদ বললো, হে আবু সাঈদ! লোকেরা আমার সম্বন্ধে যেসব কথাবার্তা বলছে, এ কারণে আমার ইচ্ছা হয় যে, একটি রশি নিয়ে গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি নিয়ে মরে যাই এবং এসব থেকে পরিত্রাণ লাভ করি। তারপর বললো, হে আবু সাঈদ! আপনাদের আনসার সম্প্রদায়ের নিকট রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদিস মোটেই অস্পষ্ট নয়। আপনি কি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদিস সম্বন্ধে অধিক জ্ঞাত নন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলেননি যে, সে (দাজ্জাল) কাফির হবে? অথচ আমি মুসলিম। তিনি কি বলেননি যে, দাজ্জাল নিঃসন্তান? আর তার কোন সন্তান হবেও না। অথচ মদিনায় আমি আমার সন্তান রেখে আসছি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলেননি যে, দাজ্জাল মক্কা-মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না। অথচ আমি মদিনা থেকে এসেছি মক্কা যাচ্ছি। আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তার কথা শুনে তাকে বিশ্বাস করেই নিয়েছিলাম। এমন সময় ইবনু সাইয়্যাদ বললো, আল্লাহর শপথ! আমি দাজ্জালকে চিনি, তার জন্মস্থান সম্পর্কে জানি এবং এখন সে কোথায় অবস্থান করছে তাও জানি। এ কথা শুনে আমি বললাম, তোমার সারাটা দিন অকল্যাণকর হোক![২২]

[১৪] আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে কতক বালকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, তাদের মাঝে ইবনু সাইয়্যাদও ছিলো। বালকেরা পালিয়ে গেলো তবে ইবনু সাইয়্যাদ বসেই রইলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়টা অপছন্দ করলেন। তাকে বললেন,

تَرِبَتْ يَدَاكَ، أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ فَقَالَ: لَا، بَلْ تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ذَرْنِي، يَا رَسُولَ اللهِ حَتَّى أَقْتُلَهُ، فَقَالَ

[২২] সনদ: সহিহ। আস-সহিহ, মুসলিম: ৪/২৯২৭; আল-মুসনাদ, আহমদ ইবনু হাম্বল: ৩/৯৭; আস-সুনান, তিরমিযি: ৪/২২৪৬; বাগাবী: ১৫/৭৬।

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ يَكُنِ الَّذِي تَرَى، فَلَنْ تَسْتَطِيعَ قَتْلَهُ.

তুমি ধ্বংস হও! তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসুল? ইবনু সাইয়্যাদ বললো, না। সে আরো বললো, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রাসুল? উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! অনুমতি দিন তার গর্দান উড়িয়ে দেই। তিনি বললেন, সে যদি দাজ্জালই হয় তুমি যেটা আশঙ্কা করছো তাহলে তুমি তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে না।[২৩]

[১৫] আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হজ্জের উদ্দেশ্য বের হলাম। তারপর একটি গাছের নিচে যাত্রা বিরতি দিলাম। ইবনু সাইয়্যাদ এলো এবং সেই গাছের পাশেই যাত্রা বিরতি দিলো। আমি বললাম, ইন্না-লিল্লাহ! কোত্থেকে এসে তুমি আমার উপর সাওয়ার হলে? সে বললো, হে আবু সাঈদ! মানুষের কাছে কোত্থেকে ওহি এসেছে যে, তারা বলে, আমি নাকি দাজ্জাল?! আপনি কি আল্লাহর রাসুলকে বলতে শোনেননি যে, দাজ্জালের কোন সন্তান হবে না এবং সে মক্কা-মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না? আমি বললাম, হ্যাঁ, শুনেছি। সে বললো, আমার সন্তান আছে আর আমি মদিনা থেকে বের হয়েছি এবং মক্কা যাচ্ছি। আবু সাঈদ বলেন, তার এসব কথা শুনে তাকে বিশ্বাস করার উপক্রম ছিলাম। এমন সময় সে বললো, আল্লাহর শপথ! মানুষের মধ্যে দাজ্জাল সম্পর্কে আমিই সবচেয়ে বেশি জানি। এ কথা শুনে আমি তাকে বললাম, তোমার সারা দিন মাটি হোক![২৪]

[১৬] ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَقِيْتُ ابْنَ صَيَّادٍ يَوْمًا وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ فَإِذَا عَيْنُهُ قَدْ كُفِيَتْ وَكَانَتْ عَيْنُهُ خَارِجَةً مِثْلَ عَيْنِ الْجَمَلِ فَلَمَّا رَأَيْتُهَا قُلْتَ أَنْشُدُكَ اللهَ مَتَى كُفِيَتْ عَيْنُكَ فَمَسَحَهَا وَقَالَ لَا أَدْرِيْ وَالرَّحْمَنِ فَقُلْتُ كَذَبْتَ لَا تَدْرِيْ وُهِيَ فِيْ رَأْسِكَ فَنَخَرَ ثَلَاثًا فَقُلْتُ اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوْ قَدْرَكَ قَالَ

[২৩] সনদ: সহিহ। আস-সহিহ, মুসলিম: ৪/২৯২৪; আল-মুসনাদ, আহমদ ইবনু হাম্বল: ১/৪৫৭।

[২৪] সনদ: সহিহ। তাখরিজের জন্য তেরো নম্বর হাদিসের টীকা দ্রষ্টব্য।

أَجَلْ لَعُمْرِيْ لَا أَعْدُوَ قَدْرِيْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَفْصَةَ فَقَالَتْ اجْتَنِبْ هَذَا الرَّجُلَ فَإِنَّا نَتَحَدَّثُ إِنَّمَا يَخْرُجُ الدَّجَّالُ مِنْ غَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا.

একদিন ইবনু সাইয়্যাদের সাথে দেখা হলো। তার সাথে একজন ইহুদি ছিলো। তার চোখ ফোলা ছিলো এবং উটের চোখের ন্যায় বাহিরের দিকে এসেছিলো। আমি এটা দেখে বললাম, তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, বলো তোমার চোখ কবে ফুলেছে? সে তার চোখে হাত বুলালো এবং বললো, রহমানের কসম! আমি জানি না। আমি বললাম, তুমি মিথ্যা বলছো। তোমার মাথায় চোখ অথচ তুমি সেটা সম্পর্কে জানো না। তারপর সে গাধার ন্যায় তিনবার বিকট আওয়াজ করলো। আমি বললাম, তুমি ধ্বংস হও! তুমি তোমার সীমা অতিক্রম করতে পারবে না। সে বললো, অবশ্যই, আমার জীবনের শপথ! আমি আমার সীমানা অতিক্রম করতে পারবো না। তারপর আমি বিষয়টি হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন, এই লোকটা থেকে দূরে থাকো। আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোনো বিষয়ে দাজ্জাল রাগান্বিত হওয়ার কারণেই আত্মপ্রকাশ করবে।[২৫]

[১৭] নাফি রাহিমাহুল্লাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার মদিনার কোন পথে ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইবনু সাইয়্যাদের সাথে দেখা হলো। ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে মন্দ বললেন এবং তার নিন্দা করলেন। ক্রোধে তার শরীর এত বেশী ফুলে উঠলো যে, রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলো। ইবনু উমার তার হাতে থাকা লাঠি দ্বারা তাকে আঘাত করতে করতে সেটা ভেঙ্গে ফেললেন। হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা (বিষয়টি জানতে পেরে) ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, তোমার আর তার ব্যাপারটা কি? কোন জিনিস তোমাকে তার প্রতি আগ্রহী করে তুলেছে? তুমি কি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শোননি যে,

إِنَّمَا يَخْرُجُ الدَّجَّالُ مِنْ غَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا.

[২৫] সনদ: সহিহ। তাখরিজের জন্য দুই নম্বর হাদিসের টীকা দ্রষ্টব্য।